গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
১৩ শহীদ ক্যাপটেন মনসুর আলী সরণি
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা- ১০০০
www.fisheries.gov.bd

পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.১০২.৫০.০০২.১৫- ১২৫৪ তারিখ: ১১/১২/২০১৮ খ্রি.

বিষয় : জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৯/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০২.১৮(খন্ড-১) - ৩৫৭ সংখ্যক স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় প্রত্রিকায় এবং ইলেকট্রনিকস ও প্রিন্ট মিডিয়ায় "হাওর অঞ্চলে উন্মুক্ত জলমহাল না থাকায় বেকার ৮৬ হাজার মৎস্যজীবী," "মড়কে কোটি কোটি টাকার চিংড়ির মৃত্যু বিপাকে সাতক্ষীরার চাষিরা," "সরকারি কর্মকর্তাদের পকেটে জলমহাল ইজারার টাকা," "Frozen shrimp exports increasing from Khulna," "জলমহালের দখল ছাড়ছে না আওয়ামী লীগ নেতা," "নির্বিচারে নিধন হচ্ছে প্রকৃতির বন্ধু শামুক," "খুলনায় চিংড়ি চাষ ও রপ্তানি কমেছে" এবং "চিংড়ি রপ্তানি থমকে আছে বাগদা আর ভেনামির ঘোরে" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয় (কপি সংযুক্ত)। এতে মৎস্য অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে যা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগ, জেলা ও উপজেলার আওতাভুক্ত এলাকায় পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ে যথাযথ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ০৩ (তিন) কার্য-দিবসের মধ্যে অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরি।

(আবু সাঈদ মোঃ রাশেদুল হক))
মহাপরিচালক (চ.দা.)
ফোন: ০২-৯৫৬২৮৬১
ই-মেইল: dg@fisheries.gov.bd

উপপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
ঢাকা/খুলনা/বরিশাল/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/ময়মনসিংহ।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়);

১ অতিরিক্ত মহাপরিচালক/পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য)/প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ/মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা/পরিচালক, মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী, সাভার, ঢাকা/পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
২ উপপরিচালক (প্রশাসন)/(ফিল্ড সার্ভিস)/(মৎস্যচাষ)/(অর্থ ও পরিকল্পনা)/(চিংড়ি), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা/উপ-পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ/কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম।
৩ প্রকল্প পরিচালক/জাতীয় প্রকল্প পরিচালক/পরিচালক/কর্মসূচী সমন্বয়কারী.....।
৪ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
৫ অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর/.....।
৬ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৭ বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/বরিশাল/খুলনা/চট্টগ্রাম/রংপুর/রাজশাহী/সিলেট/ময়মনসিংহ।
৮ র‍্যাব/পুলিশ/নৌবাহিনী/কোস্টগার্ড/বিজিবি.....।
৯ জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট).....।
১০ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল).....।
১১ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রাণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১২ উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রায়পুর, লক্ষীপুর।
১৩ অধ্যক্ষ, মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, পূর্বগঞ্জাবর্দী, ফরিদপুর।
১৪ বাঁওড় ব্যবস্থাপক (সকল).....।
১৫ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল).....।
১৬ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল).....।
১৭ খামার ব্যবস্থাপক/হ্যাচারি কর্মকর্তা/.....।
১৮ প্রোগামার, আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা (আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৯ জনাব,.....।
২০ সংশ্লিষ্ট নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-০৫ অধিশাখা

নং ৩৩.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০২.১৮(খন্ড-১)-৩৫৭

তারিখঃ ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫
১৯ নভেম্বর, ২০১৮

বিষয়ঃ জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) ৩১ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।
(২) ১৪ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।
(৩) ১৪ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে বণিক বার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।
(৪) ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে দৈনিক মানবজমিন, ঢাকা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।
(৫) ২৭ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে The New Nation, Dhaka পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।
(৬) ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে দৈনিক প্রথম অলো, ঢাকা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।
(৭) ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে আমাদের অর্থনীতি, ঢাকা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।
(৮) ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে, উপর্যুক্ত সংবাদের ক্লিপিং এর উপর সচিব মহোদয়ের প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক তথ্য-প্রমাণকসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

**সংযুক্তিঃ** বর্ণনামতে ০৮ (আট) ফর্দ।

(আ.ন.ম. নাজিম উদ্দীন)
উপসচিব
☎৯৫৪৯১৪১
ই মেইল-fisheries-5@mofl.gov.bd

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন , রমনা, ঢাকা।

নং ৩৩.০০.০০০০.১৩০.৯৯.০০২.১৮(খন্ড-১)-৩৫৭

তারিখঃ ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫
১৯ নভেম্বর, ২০১৮

অনুলিপি জ্ঞাতার্থেঃ-

০১। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। যুগ্মসচিব (মৎস্য) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় [যুগ্মসচিব (মৎস্য) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।

(আ.ন.ম. নাজিম উদ্দীন)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক নয়া দিগন্ত
প্রকাশনার স্থান : ঢাকা।
তারিখ : 14 NOV 2018

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

# হাওর অঞ্চলে উন্মুক্ত জলমহাল না থাকায় বেকার ৮৬ হাজার মৎস্যজীবী

সুনামগঞ্জের হাওরে মাছ ধরার দৃশ্য ■ নয়া দিগন্ত

● জাহাঙ্গীর আলম ভূঁইয়া তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ)

সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের ১১টি উপজেলায় ৮৬ হাজার মৎস্যজীবী পরিবার উন্মুক্ত হাওরে মাছ ধরতে না পারায় নৌকা ও জাল তুলে রেখেছেন ডাঙ্গায়। বেকার হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে মৎস্যজীবী পরিবারগুলো। এ অবস্থায় তাদের সন্তানদের লেখাপড়া চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। সরকারি সহায়তা না পাওয়ায় মৎস্যজীবীদের জীবনজীবিকা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ফলে কেউ কেউ জীবন বাঁচানোর তাগিদে এলাকা ছেড়ে জেলা শহর বা বিভাগীয় শহরে রিকশা চালানোসহ অন্য কাজ শুরু করেছেন। হাওরবাসী ও বেকার জেলেদের ডিজিএফ-এর আওতায় আনা এবং উন্মুক্ত হাওরে মাছ ধরার দাবি করা হলেও সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে না সংশ্লিষ্টরা। ফলে জেলায় জেলে পরিবারগুলোর মাঝে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে।

জানা যায়, জেলার তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা, দিরাই, দিরাই শাল্লাসহ ১১টি উপজেলায় হাওরগুলোতে অতীতের মতো মিঠাপানির সুস্বাদু মাছ আর পাওয়া যাচ্ছে না। হাওর ও নদীতে মাছ না পাওয়ায় বেশ পনেরো বছরের পর বছর ধরে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী ৮৬ হাজার জেলে পরিবার রয়েছে নানান অভাব অনটনে। জেলার ৮২টি হাওরে ৯৭৬টি জলমহাল রয়েছে। কিন্তু এই সব হাওর ও জলমহালে প্রতি বছরেই অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত জেলার স্থানীয় ইজারাদার ও প্রভাবশালী মহলের নিয়ন্ত্রণ থাকে। হাওর এলাকার জেলেরা তাদের নৌকা ও জাল নিয়ে মাছ ধরতে যেতে পারে না। ফলে নৌকা ও জাল তুলে রেখেছে ডাঙ্গায়। এ কারণে হাওর পাড়ের মৎস্যজীবীরা এখন একেবারেই বেকার সময় পার করছেন। হাওর এলাকায় বেশির ভাগ পরিবার বছরের ছয় মাস শুষ্ক মওসুমে বোরো ধান চাষাবাদ করেন আর বাকি বর্ষার ছয় মাস হাওরে মাছ ধরেই জীবন চালান।

মৎস্যজীবীরা বলেন, হাওর অঞ্চলের বাজারে এখন মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। ইজারাদারদের বাধার কারণে আমরা মাছ ধরতে পারি না। পরিবারপরিজন নিয়ে চরম দুর্ভোগের মাঝে বসবাস করছি। আমাদের সরকারি কোনো সুবিধা দিয়া হয় না। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরতে পারলে আমাদের জীবন চলত ভালোভাবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও করাতে পারতাম।

হাওর পাড়ের জেলে ও এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন, মাছে ভাতে বাঙালি কথাটি এখন বিলুপ্তির পথে। মিঠাপানির সুস্বাদু মাছ বিলুপ্ত হচ্ছে দিন দিন। ফলে সারা বছরই হাওর অঞ্চলের বাজারগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে পাঙ্গাস মাছ আর সিলন।

হাওর অঞ্চলের মৎস্য ব্যবসায়ীরা জানান, দুই-তিন বছর আগে হাওরে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেত, আমরাও বেচাকেনা করে লাভবান হয়েছি। কিন্তু বর্তমানে মাছের আকাল দেখা দিয়েছে। জেলেরা হাওরে এখন মাছ ধরতে যেতে পারছে না। তারাও আতঙ্কের মাঝে আছে ইজারাদারদের কারণে। এ কারণে বাজারে এখন আছে শুধুই পাঙ্গাস মাছ আর সিলন। মাছ যাও সামান্য পাই তা নিজেরই চলে না।

তাহিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল জানান, ইজারাদারদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় জেলার হাওর ও জলমহালগুলো উন্মুক্ত নেই। ফলে কঠোর নিরাপত্তা আর মাছ ধরতে বাধা থাকায় মৎস্যজীবীরা হাওরে মাছ ধরতে পারছে না। মৎস্যজীবীদের স্বার্থে কার্যকর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া পূর্বই প্রয়োজন।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আমিনুল হক বলেন, ইলিশের সিজনের মতো এই জেলার হাওর এলাকা ডিজি এফ-এর আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন সভা সেমিনারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। এ ছাড়াও বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা ও লাভের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন অন্যের বন্ধ থেকে।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, বিষয়টি আমি প্রধানমন্ত্রী ও মৎস্যমন্ত্রীর নজরে আনব। আর ভালোভাবে সবাইকে সুযোগসুবিধা দেয়া সম্ভব নয়। যারা প্রকৃত মৎস্যজীবী ও মুক্তিযোদ্ধা এবং মাছের ওপর নির্ভর করে বাঁচেন তাদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুগ্মসচিব (মৎস্য) এর দপ্তর
উপ-সচিব (মৎস্য-১/৩/৫)
উপ-সচিব (মৎস্য-২/৪/৬)
সি.স সচিব
ডাইরীঃ
তারিখঃ
২৪ ০৩ ১৮
১৮/১১/১৮

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর
ডাইরী নং: ২৫৬২ তারিখ: ১৪/১১/১৮
অতিঃ সচিব (প্রঃ / প্রাণিঃ ২ / নিঃ)
যুগ্মসচিব (প্রাণি-১ ☐ / ৩☐ / ৪☐)
উপসচিব (ব্র.ই: / মৎস্য ২) / বাজেট
যুগ্মপ্রধান / উপসচিব (.....)/ উপপ্রধান
সচিবের একান্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম আমাদের অর্থনীতি
প্রকাশনার স্থান : ঢাকা।
তারিখ : 14 NOV 2018

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

# মড়কে কোটি কোটি টাকার চিংড়ির মৃত্যু বিপাকে সাতক্ষীরার চাষিরা

ফাতেমা আহমেদ : ভাইরাসের সংক্রমণে চিংড়ির মড়ক দেখা দেয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাতক্ষীরার চিংড়িচাষীরা। একদিকে রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব, অন্যদিকে চিংড়ির দাম কমে যাওয়ায় তাদের এখন সর্বস্বান্ত হওয়ার দশা। আশঙ্কা করা হচ্ছে, চলতি মৌসুমে সাতক্ষীরার ঘেরগুলোয় কোটি কোটি টাকার বেশি দামের চিংড়ি মারা গেছে। বণিক বার্তা অনলাইন

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার সরাপপুর গ্রামের বিশিষ্ট চিংড়িচাষী রাজ্যেশ্বর দাশ জানান, ৩০-৩৫ বছর ধরে রফতানির জন্য চিংড়ি উৎপাদন করে আসছেন তিনি। চলতি মৌসুমেও তিনি প্রায় ২ হাজার ৫শ বিঘা জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ করেছেন। তবে গত এক দশক চিংড়ি চাষ করে এবারই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, চলতি বছর উৎপাদন শুরুর পর থেকেই চিংড়িতে ব্যাপক হারে মড়ক লাগে। রফতানি গ্রেডের কাছাকাছি আকৃতিতে আসতে না আসতেই চিংড়ি মারে গেছে। শুধু এ এরপর পৃষ্ঠা ৭, সারি ৩

## মড়কে কোটি কোটি টাকার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কারণেই লোকসান হয়েছে অন্তত দুই কোটি টাকার বেশি। পরিস্থিতি আরো খারাপ করে তুলেছে চিংড়ির দাম কমে যাওয়া। মৌসুমের শেষ দিকে এসে চিংড়ির ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ক্ষতির পরিমাণ আরো বাড়ছে।

সাতক্ষীরা জেলা মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মো. আবদুর রব জানান, সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা কমে যাওয়ায় ভালো দাম পাচ্ছেন না চাষীরা। দুই মাস আগে যে চিংড়ি ৯শ থেকে ১ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে, তা এখন ৫৫০ থেকে ৬শ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ফলে চাষী ও প্রক্রিয়াজাতকারী ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সবাই বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

সাতক্ষীরা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, চিংড়িতে মারাত্মক আকারে ভাইরাসের সংক্রমণের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ঘেরে পানিস্বল্পতা ও পরিবেশসম্মত উপায়ে চিংড়ি চাষ না করা। জেলার অধিকাংশ ঘেরেই ৩ ফুট পরিমাণ পানি থাকে না। এছাড়া এখানে ঘেরগুলোও তৈরি করা হচ্ছে বেশ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। যে রেণু পোনা ছাড়া হয়, তা ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত নয়। ঘেরের তলাও ঠিকমতো শুকানো হয় না। যথাযথভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত পদ্ধতিতে চাষ না করার কারণেই ঘেরে ভাইরাসের সংক্রমণ হয়ে মড়ক লেগে চিংড়ি মরে যায়। এর পরও জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকার চিংড়িচাষীদের পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে, যাতে করে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চিংড়ি চাষ করা যায়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবের দপ্তর

ডাইরী নং : তারিখ: ১৪/১১/১৮

| | |
|---|---|
| অতিঃ সচিব (প্রঃ / প্রাণি: ২ / নিরীক্ষা) | অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন |
| যুগ্মসচিব (প্রাণি-১ ☐ / ৩ ☐ / ৪ ☐ ) | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন |
| যুগ্মসচিব (ব্র-ই: / মৎস: ✓ ) / বাজেট | উপস্থাপন করুন |
| যুগ্মপ্রধান / উপসচিব (.....)/ উপপ্রধান | আলোচনা করুন |
| সচিবের একান্ত সচিব | মন্তব্য/ মতামত দিন |

স্বাক্ষর

প্রথম আলো

ভূমি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা
ডাইরী নং ৪৬৪৪
তারিখ ৪/১০/১৮

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮
৩১ ভাদ্র ১৪২৫, ৪ মহররম ১৪৪০
শনিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ৩১ ভাদ্র ১৪২৫ প্রথম আলো

# সরকারি কর্মকর্তাদের পকেটে জলমহাল ইজারার টাকা

## কিশোরগঞ্জের ১৮টি জলমহাল

ইজারার নামে অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে তৎকালীন জেলা প্রশাসকসহ ১০ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে।

রোজিনা ইসলাম, ঢাকা

কিশোরগঞ্জের ১৮টি জলমহাল ইজারার নামে তৎকালীন জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ ১০ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (আইন) তাইজুল ইসলাম চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যবিশিষ্ট ওই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির প্রতিবেদনে যাঁদের নাম এসেছে তাঁরা হলেন কিশোরগঞ্জের তৎকালীন জেলা প্রশাসক সিদ্দিকুর রহমান (বর্তমানে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা ও অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী (বর্তমানে বগুড়ার জেলা প্রশাসক), তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) দেলোয়ার হোসেন, সহকারী রাজস্ব কমিশনার মজলুল হক, শামিম আল ইমরান ও মাহবুব আমিন, উজমান সহকারী ইব্রাহীম হোসেন ও তাদুর রশিদ এবং অমিন সহকারী আবুল মনসুর খান ও আলমগীর হোসেন।

জানতে চাইলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল জলিল প্রথম আলোকে বলেন, 'জলমহালের টাকা আত্মসাতের ঘটনাটি সত্য। আমাদের ভূমি মন্ত্রণালয়ের যে দুজন জড়িত আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। অন্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।'

অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিন বছর মেয়াদে করিমগঞ্জ উপজেলার ফালিয়া বিল জলমহাল ইজারার ৬ লাখ ৭৪ হাজার টাকা, নালী আকরমা জলমহালের ৭ লাখ ৭৬ হাজার ৭৮৯ টাকা, করতিয়া বিল জলমহালের ৬ লাখ ৩১ হাজার ৭৭৯ টাকাসহ অষ্টগ্রাম উপজেলার তিনটি জলমহালের ইজারার টাকা, মিঠামইনে তিনটি জলমহালের ইজারার টাকা ও ইটনার চারটিসহ মোট ১৮টি জলমহাল ইজারার মোট দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন তাঁরা।

অভিযুক্ত অতিরিক্ত সচিব ও তৎকালীন জেলা প্রশাসক সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'আমাকে মন্ত্রণালয় থেকে ডাকা হলেই আমি এসব অভিযোগের জবাব দেব।' তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না বা চিঠি পেয়েছেন কি না জানতে চাইলে বলেন, না এমন কিছু তিনি পাননি।

কিশোরগঞ্জের তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে অর্থব্যবস্থায় দায়িত্বে অবহেলার কথা বলা হলেও আমিই এসব জাল-জালিয়াতি বের করেছি। বছরের পর বছর ধরে এসব অনিয়ম হয়ে আসছিল।'

তদন্ত কমিটির মতে, জলমহাল ব্যবস্থাপনার অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সহকারী রাজস্ব কমিশনার। এ ছাড়া দলিল সম্পাদন ও দখল হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোনো মানদণ্ড মানা হয়নি। জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসকের নজর দেওয়া উচিত ছিল।

কিশোরগঞ্জের বর্তমান জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা দায়ীদের বরখাস্ত করেছি। এ অনিয়ম অনেক বছরের। তাই পুরো বিষয় তদন্ত করলে অনেক কিছুই বের হয়ে আসবে।'

জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির সদস্য ঢাকার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. [illegible] প্রথম আলোকে বলেন, তদন্ত প্রতিবেদনে যাঁদের নাম এসেছে তাঁরা সবাই কোনো না কোনোভাবে এই টাকা আত্মসাতে জড়িত। এঁদের এই দায় এড়াতে পারেন না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুগ্মসচিব (মৎস্য) এর দপ্তর
উপ-সচিব (মৎস্য-১/৩)
সহকারী সচিব (মৎস্য-১/আইন)
ডায়েরী নং ১৯৭৩
তারিখ ৭/১০/১৮
ভূমি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিব এর দপ্তর
৭১৭৫ ৪/১০/১৮
সচিব

The New Nation
Dhaka

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 27 OCT 2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ত্রিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

## Shrimp worth about Tk 572 cr exported

# Frozen shrimp exports increasing from Khulna

Ahsanul Amin George, *Khulna*

Frozen Shrimps worth around Tk572 cr have been exported in 19 countries this fiscal year. Besides, in the fiscal year 2016-17, frozen shrimp worth about Tk 3829.75 cr was exported from Mongla and Chattagram despite having disfavorable weather, production was good, said Md. Shafiqul Islam, assistant director of the Export Bureau of Khulna .

Frozen shrimps are exported in European countries including Canada, Australia, Cyprus, Belgium, Netherlands,Russia, Spain , Itali, German and Denmark.

Sources said, Demands of shrimp-prawns worth about 700 crore are available every year in Khulna region. During the season, Shrimps are cultivated at 100 hatcheries of Cox's Bazar and Satkhira districts and the rest 15 crore are produced. As such deficiency of prawns are available. In the first time of this year, some prawns died due to cold wave. In the month of April, diseases were found due to heat wave. Due to shortage of water, weight of Bagda shrimp are less.

Delegate of Cosmos sea food, an export institution Amirul Islam said, the new market of Bangladesh for frozen shrimps has created in China.

Lokhpur Fish, Modern sea food, Classic sea food, Alfa sea food and Cosmos sea food are exporting frozen shrimps.

Shrimps which become one pound weight comprising with 20 pieces are sold at the rate of 6 dollars and one pound comprised with 25 pieces are sold at the rate of 5 dollars, sources said.

Komolesh Mondol, a shrimp cultivator of Ghona village in Dumuria upazila said, despite shortage of water shrimp cultivation is satisfactory this year, I cultivated shrimps on 7 acres of land, Komolesh added.

Saroj Kumar Mistri, Dumuria upazila fisheries officer said, shrimp has produced much at villages Rangpur, Shovna, Magurkhali, Shahosh and Atlia.

In 2017, 11,888 metric tonnes shrimps were produced here, but this year 342 metric tonnes more shrimps were produced, Saroj Kumar added.

Khulna District Fisheries officer Md. Abu Sayeed said, in 2016-17 fiscal year, 12,412 metric tonnes Bagda were produced on 36,152 hectres lands and 13,666 metric tonnes galda shrimps wee produced on 20,034 hectres lands. On the other hand, in 2017-18 fisdcal year, 12,463 metric tonnes bagda shrimps were produced on 36,160 hetres lands while 13,680 metric tonnes galda shrimps were produced on 20,034 hectres lands.

Despite disfavorable weather, 69 thousand cultivators have achieved their targetted production.

Mentionable in this connection that Khulna , Bagerhat and Satkhira districts are suitable places for cultivating shrimps which are called "White gold" as Bangladesh government has been earning a lot of foreign exchange by exporting shrimps in different counteries every year.

Experts think, the government and other stalkholders need be initiative for cultivating and existing the shrimps in southern region in order to be benefitted by exporting shrimps in several countries of the world.

২৯/১০/১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক মানবজমিন ঢাকা।
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 28 OCT 2018

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

# জলমহালের দখল ছাড়ছে না আওয়ামী লীগ নেতা!

**নিকলী (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি:** ইজারা মূল্য প্রায় কোটি টাকা পরিশোধ না করায় চুক্তি বাতিল ও জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে সরকার। তবুও কিশোরগঞ্জের নিকলী বরুলিয়া (নয়নবালি) জলমহালটির দখল ছাড়ছে না এক আওয়ামী লীগ নেতা। সরকারের ৬ বছর মেয়াদি অভয়াশ্রম প্রকল্পাধীন নিকলী বরুলিয়া (নয়নবালি) জলমহাল। ১৪২৫ বাংলা সনে সাকুল্য মূল্য ৭২ লাখ ১ হাজার ২শ' টাকা চুক্তিতে চলতি সালের ১লা বৈশাখ থেকে দখল গ্রহণ করে নিকলী নতুন বাজার নামের একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। মেয়াদকাল ৩১শে চৈত্র ১৪৩০। সরকারি কোষাগারে শুধুমাত্র জামানতের টাকা জমা পড়লেও সমিতিটির সভাপতি নিকলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. তাহের আলী গং সরকারি কোষাগারে ইজারার চুক্তিমূল্য পরিশোধ করেননি। সরকারের পক্ষ থেকে বার বার তাগিদ দেয়া হচ্ছে। সরকারি তাগিদে কর্ণপাত না করে ঐ আওয়ামী লীগ নেতা জলমহালটি ভোগদখল করে আসছেন। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ এর ৭ (৭) নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত করায় কিশোরগঞ্জ রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর মো. নাজির হোসেন স্বাক্ষরিত ৩রা কার্তিক ১৪২৫ তারিখে ৩১.১২.৪৮০০.০০৭.৩৪.০৯৬.১২-২১০৩ নং স্মারকে ইজারা বাতিল ঘোষণা করেন। জামানত বাবদ জমাকৃত বিডি সরকার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করেন। সরজমিন ঘুরে দেখা গেছে, যথারীতি জলমহালটি ইজারাদারের দখলে রেখে দৈনিক লাখ লাখ টাকার মাছ নিধন অব্যাহত রেখেছেন। সরকারি চুক্তি বাতিলে দখল গুটানোর কোনো উদ্যোগ নেয়নি ইজারাদার পক্ষ। উপরন্তু রক্ষণাবেক্ষণে একদল প্রহরী জলমহালটি পাহারারত এবং দখলদারিত্ব বজায়ে তৎপর দেখতে পাওয়া যায়। প্রহরী মোহরকোনা গ্রামের আশরাফ উদ্দিন জানান, জলমহালের ইজারাদার মো. তাহের আলীর নির্দেশক্রমে আমরা জলমহাল দখলে রেখেছি। ইজারাদারের অনুমতি যাদের আছে তাদেরকেই মাছ ধরতে দিচ্ছি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
জলমহাল শাখা

সংবাদপত্রের নাম : বণিক বার্তা
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 14 OCT 2018

তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (বিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

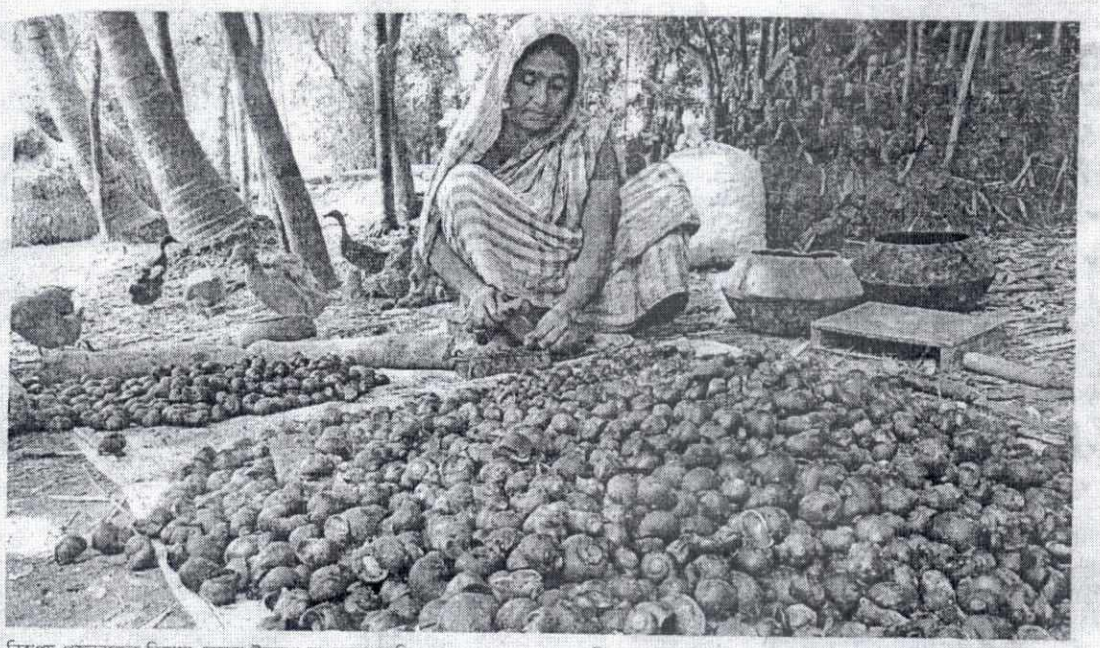

নিরাপদ প্রজননক্ষেত্র বিস্তারে কোনো উদ্যোগ না নেয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে শামুকের অস্তিত্ব

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

### মৎস্য ঘেরে ফিডের বিকল্প

# নির্বিচারে নিধন হচ্ছে 'প্রকৃতির বন্ধু' শামুক

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ● নড়াইল

কিছু ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ছাড়া এ দেশে খাদ্য হিসেবে শামুক গ্রহণের চল নেই। তবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চিংড়ি ঘেরে খাদ্য হিসেবে প্রতিদিন প্রতি হেক্টরে গড়ে ৬৬ দশমিক ৫ কেজি শামুকের মাংস ব্যবহৃত হয়। মৎস্য চাষে ফিশ মিলের বিকল্প হিসেবে শামুক ব্যবহার করা হয়।

এ কারণে ইদানীং প্রাকৃতিক উৎস থেকে শামুক আহরণের হার বেড়েছে। পাশাপাশি শামুকের নিরাপদ প্রজননক্ষেত্র বিস্তারে কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীটির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে।

বছরের এ সময়ে শামুক সংগ্রহ নড়াইলের অন্তত ছয় হাজার মানুষের প্রধান পেশায় পরিণত হয়। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী জেলার চিংড়ির ঘেরগুলোই এ শামুকের প্রধান ক্রেতা। ফলে কয়েক মাসের মধ্যে বিপুল পরিমাণ শামুক নিধন হয়।

শামুক কুড়ানিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার চিংড়ি ও মাছের ঘেরে যায় শামুক। এ পেশার সঙ্গে জড়িত প্রায় দুই হাজার নারী ও চার হাজার পুরুষ। প্রতিদিন চার-পাঁচ ঘণ্টায় তারা দুইশ থেকে তিনশ টাকা রোজগার করেন। প্রতি বছর বর্ষার শুরু থেকে প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত শামুক সংগ্রহ করে প্রতিজনের আয় হয় ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা।

সে হিসাবে, নড়াইলে প্রতিদিন দুইশ টনের বেশি শামুক সংগ্রহ করা হয়। শামুক বেচাকেনার মূল মোকাম হলো লোহাগড়া উপজেলার লাহুড়িয়া ও নলদী এবং সদরের বিছালী, শিংগাশোলপুর, কলোড়া, শেখহাটি ও পেড়োলী ইউনিয়ন। প্রতি কেজি আস্ত শামুক বিক্রি হয় ৬ থেকে ৭ টাকা দরে। বাজারের প্রক্রিয়াজাত ফিডের চেয়ে অনেক সস্তা হওয়ায় ঘের মালিকরা বছরের ছয় মাস চিংড়ির খাদ্য হিসেবে শুধু শামুক ব্যবহার করেন। অথচ শামুককে বলা হয় প্রাকৃতিক জল শোধনাগার। এরা পানি বিশুদ্ধ করে। জমির উর্বরতা বাড়ায়। শামুক ও এর ডিম ইঁদুরের প্রিয় খাবার। এ কারণে ক্ষেতে প্রচুর শামুক থাকলে ইঁদুর ফসল নষ্ট করে কম। কৈ, শোল, শিং ও কার্পজাতীয় দেশী মাছ শামুক ও শামুকের ডিম খেয়ে থাকে। ফলে শামুক কমে গেলে পানি নষ্ট হয়, মাছ মরে যায়। পানিতে রোগজীবাণু বাড়ে।

অতিমাত্রায় শামুক আহরণের কারণে বাস্তুসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদরা। এরই মধ্যে শামুকের স্বল্পতার কারণে নড়াইলের মালবিলে অতিথি পাখি আসাও কমে গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশ আন্দোলন কর্মী কাজী হাফিজুর রহমান।

পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করে এখনই শামুক নিধন বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের উপাধ্যক্ষ (সদ্য বিদায়ী প্রাণিবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান) বরুণ কুমার বিশ্বাস। শামুক নিধনে নিরুৎসাহিত করতে মৎস্যচাষীদের বাজারের ফিডে আগ্রহী করে তুলতে প্রচারণা চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এনামুল হক।

এদিকে চাহিদা পূরণে পুকুরে শামুক চাষের কথাও বলেছেন মৎস্য কর্মকর্তারা। তারা বলেন, খুব সহজেই শামুক চাষ করা যায়। মাছ চাষের পুকুরে মাছের জন্য ব্যবহৃত খাবারের উচ্ছিষ্টই শামুকের জন্য যথেষ্ট। এরা পুকুরে বায়োফিল্টার হিসেবে কাজ করে, ফলে পানির গুণাগুণ ভালো থাকে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী মানুষের উচ্চ প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন ও মিনারেলের উৎস হিসেবে স্বাদু পানির আপেল শামুকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সুতরাং রফতানিরও সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের জলাশয়ে প্রায় ৪৫০ প্রজাতির শামুক পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে Pila globosa (আপেল শামুক) ও Viviparus bengalensis (পুকুরের শামুক স্নেইল)। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা ক্ষুদ্র পরিসরে শামুক চাষ করছে। তবে দেশের আর কোথাও এমন উদাহরণ নেই।

দৈনিক কালের কণ্ঠ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 14 OCT 2018

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

## ব্রেক্সিটের কারণে চাহিদায় ভাটা

# খুলনায় চিংড়ি চাষ ও রপ্তানি কমছে

গৌরাঙ্গ নন্দী, খুলনা ▷

খুলনা অঞ্চলে (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) চিংড়ি চাষের এলাকা কমছে। তাই স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন ও রপ্তানির পরিমাণও কমছে। একসময়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে বিবেচিত চিংড়ির অবদান ফিকে হতে চলেছে। চিংড়ি চাষি, ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্বভোগী, হিমায়িত কারখানার মালিক বা রপ্তানিকারক প্রভৃতি স্তরে দেখা যায় হতাশার সুর। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রপ্তানি হওয়া গলদা চিংড়ির ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশের গন্তব্য যুক্তরাজ্য। ব্রেক্সিটের কারণে দেশটিতে এখন মন্দাবস্থা চলছে। তাই চিংড়ির চাহিদাও কমে গেছে। তবে দেশে প্রতিবছরই গলদার উৎপাদন বাড়ছে।

বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফএফইএ) মতে, চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে চিংড়ি রপ্তানি করতে পারছে না বাংলাদেশ। বছরের শুরুতে চিংড়িঘেরে ভাইরাসজনিত কারণে চিংড়ি উৎপাদন মারাত্মক কমে যায়। এ ছাড়া অব্যাহত বিদ্যুতের সরবরাহ না থাকা ও বরফ সংকটের কারণে ব্যবস্থাপনা ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার চিংড়ির অভাবে কম্পানিগুলো সামর্থ্যের ১৫ থেকে ২০ শতাংশের বেশি ব্যবহার করতে পারে না। ফলে বৈদ্যুতিক ব্যয়, ব্যাংক সুদ ও কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করতে তারা হিমশিম খাচ্ছে। আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে কম্পানিগুলো। আর এসবের বিরূপ প্রভাব পড়েছে রপ্তানিতে।

ডুমুরিয়া উপজেলা সদরের আনোয়ারা মৎস্য আড়তদার সমিতির সাধারণ সম্পাদক গাজী মেহেদী হাসান বলেন, 'মৌসুমের শুরুতে চিংড়িঘেরে রেণু পোনা ছেড়ে ভাইরাসের কারণে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। পরে আবারও নতুন করে পোনা ছাড়া হয়। কিন্তু বিক্রির সময় এলেই বাজার পড়ে যায়।'

তাঁর মতে, 'গলদা চাষে খাবার বেশি লাগে, তাই খরচও বেশি। কিন্তু বিক্রি করে যদি উৎপাদন খরচই পাওয়া না যায়, তাহলে চাষিরা উৎপাদন থেকে সরে আসতে পারে। বিষয়টি নিয়ে আমরা বেশ চিন্তিত।'

অন্যদিকে ছোট ব্যবসায়ীরা দাম কমে যাওয়ার জন্য রপ্তানিকারকদের দোষারোপ করেন। তাঁদের বক্তব্য, রপ্তানিকারকরা এক জোট হয়ে স্থানীয় বাজারের দাম নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কেনার ওপরই বাজার নির্ভর করে। তাঁরা দাম দিতে না চাইলে দাম পাওয়া যায় না। আবার তাঁরা চিংড়ি রপ্তানিকারক হিসেবে সরকারের কাছ থেকে সব ধরনের সুবিধা আদায় করেন। চিংড়ি রপ্তানিকারকদের মতে, ছোট ব্যবসায়ীদের অভিযোগ সত্য নয়। কারণ চিংড়ি রপ্তানি করতে পারলে দাম বেশি পেলে আমাদের লাভ। আমরা বিক্রি করতে পারছি না, দাম পাচ্ছি না; তাই বাজার হতে বেশি দামে চিংড়ি কিনতেও পারছি না।

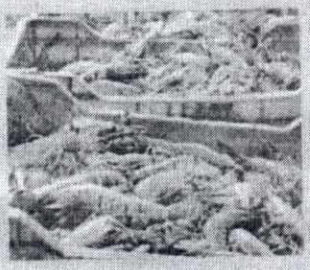

বছরের শুরুতে চিংড়িঘেরে ভাইরাসজনিত কারণে উৎপাদন কমে যায়

বিদেশে বাজার দখল করে আছে 'ভেনামি'

একাধিক রপ্তানিকারক জানান, বিদেশে চিংড়ির বাজার দখল করে আছে 'ভেনামি' নামের এক ধরনের হাইব্রিড চিংড়ি। ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় এর ব্যাপক চাষ হয়। একরপ্রতি উৎপাদন ৮ থেকে ১০ হাজার কেজি। ততটা সুস্বাদু না হলেও পর্যাপ্ত উৎপাদন ও সরবরাহের কারণে সহজেই তা বাজার দখল করেছে। বিএফএফইএ এই প্রজাতির চিংড়ি চাষের অনুমতি দাবি করলেও সরকার তাতে সাড়া দেয়নি।

খুলনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শামীম হায়দার বলেন, 'ভেনামি চিংড়ির উৎপাদন অনেক বেশি হলেও এতে ভাইরাসজনিত ঝুঁকি থাকে। এ কারণে এই চিংড়ি আমাদের দেশে উৎপাদন ও বিপণন নিষিদ্ধ।'

অবশ্য বিএফএফইএর সহসভাপতি শেখ আব্দুল্লাহ বাকী চিংড়ি উৎপাদনে আধুনিক পদ্ধতির ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, "ইউরোপের বাজারগুলোতে ভারত চিংড়ি রপ্তানিতে 'ট্যাক্স ফ্যাসিলিটি' পায় না। এর পরও প্রতিযোগিতায় আমরা তাদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছি না। এর কারণ আমাদের চেয়ে তাদের চিংড়ি উৎপাদন প্রায় শতভাগ বেশি ও উৎপাদন ব্যয় অনেক কম। ব্যাংকগুলো চিংড়ি চাষে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করলে চাষিদের পক্ষে ভালোমানের পোনা সংগ্রহ করে উন্নত ব্যবস্থাপনায় চিংড়ি চাষ করা সম্ভব হবে।"

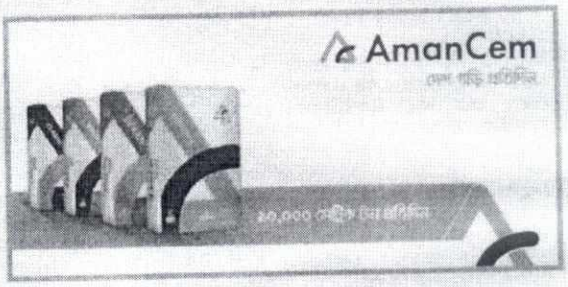


খুলনা জেলা মৎস্য অফিসের তথ্য অনুযায়ী, খুলনাসহ দেশের উপকূলীয় জেলার প্রায় দুই লাখ ৭৬ হাজার হেক্টর জমিতে প্রতিবছর বাগদা ও গলদা চিংড়ির চাষ হয়। চাষের সঙ্গে জড়িত রয়েছে প্রায় ১০ লাখ মানুষ। আর সারা দেশের মোট চিংড়িঘেরের ৮৩ শতাংশই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের তিন জেলা খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরায়। দেশে মোট চিংড়ি উৎপাদিত হয় ৫০ থেকে ৬০ হাজার মেট্রিক টন। বিদেশে চিংড়ি রপ্তানি করে বাংলাদেশের আয় হয় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে খুলনাঞ্চল হতে প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিক টন চিংড়ি রপ্তানি হয়। তবে এর পরের বছর ২০১৬-১৭ বছরে উৎপাদন কমায় রপ্তানি কমে দাঁড়ায় ২৫ হাজার মেট্রিক টনে। গেল অর্থবছরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চিংড়ি রপ্তানি হয়েছে ২২ হাজার মেট্রিক টন। অবশ্য ২০১৭ সালে চিংড়ি ও অন্যান্য হিমায়িত মাছ মোট রপ্তানি হয়েছে ৩৯ হাজার ৭০৫ মেট্রিক টন, যার অর্থমূল্য তিন হাজার ৬৮২ কোটি ২৬ লাখ টাকা।

চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধানে একাধিক বিষয় উঠে এসেছে। তবে এর প্রধান কারণ, বিদেশের বাজারে চিংড়ির দাম কমে যাওয়া। এর পাশাপাশি অন্য কারণগুলো হলো, বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া, চিংড়িতে নানা অপদ্রব্য মেশানোয় বিদেশের বাজারে সুনাম নষ্ট হওয়া, উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মুনাফা কম হওয়ায় মাঠপর্যায়ে চাষে অনীহা, আগের মতো নোনা পানির যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ কমে যাওয়া, ভাইরাসের সংক্রমণ, চিংড়ি চাষিরা ব্যাংকিং সুবিধা হতে বঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি।

খুলনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. শামীম হায়দার জানান, বিশ্ববাজারে গলদার চাহিদা না থাকায় খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে রপ্তানিযোগ্য গলদা চিংড়ি। চাষের খরচ না ওঠায় তারা নিরুৎসাহিত হচ্ছে। ব্রিটেনে গলদা চিংড়ির চাহিদা সবচেয়ে বেশি ছিল। সেটা একদমই কমে গেছে। চাষি ও রপ্তানিকারকদের কথা মাথায় রেখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক নয়া দিগন্ত
প্রকাশনার স্থান : ঢাকা।
তারিখ :
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)

# চিংড়ি রফতানি থমকে আছে বাগদা আর ভেনামির ঘোরে

● জিয়াউল হক মিজান

বাগদা চিংড়ির উৎপাদন হেক্টরপ্রতি তিন থেকে ছয় হাজার কেজি। অন্য দিকে ভেনামি বা সাদা চিংড়ি উৎপাদিত হয় ১০ থেকে ৩০ হাজার কেজি। ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী বাগদার স্থান দখল করে নিচ্ছে ভেনামি। চিংড়ির বিশ্ববাণিজ্যে ৭৭ শতাংশ অবদানই ভেনামির। বাগদার অবদান ১৩ শতাংশ। মোট ভেনামির ৭২ শতাংশই উৎপাদিত হয় এশিয়ায়। এশিয়ার সব দেশেই সাদা এই চিংড়ির উৎপাদন বেড়েই চলেছে, কমছে কেবল বাংলাদেশে। এর প্রধান কারণ, সরকার চায় না দেশে ভেনামি চিংড়ি চাষ হোক। অভিযোগ রয়েছে, কেবল রোগের কথা বলে ভেনামি চাষ বর্জন করা হয়েছে।

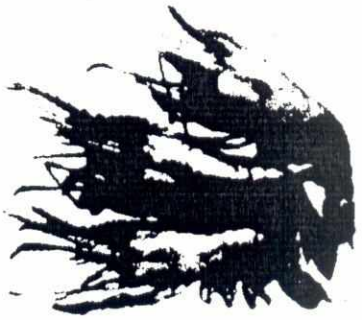

হিমায়িত চিংড়ি রফতানির চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশ থেকে রফতানি প্রতি বছরই কমছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫৫০ মিলিয়ন ডলারের ৪৭ হাজার ৬৩৫ টন চিংড়ি রফতানি হলেও পরের বছর অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রফতানি হয় ৫১০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ৪৪ হাজার ২৭৮ টন। এরপর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আরো কমে রফতানি হয় ৪৭২ মিলিয়ন ডলারের ৪০ হাজার ২৭৬ হাজার টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রফতানি কমে দাঁড়ায় ৪৪৬ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ৩৯ হাজার ৭০৬ টন। সর্বশেষ সদ্যবিদায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রফতানি কমে দাঁড়িয়েছে ৫০৮.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে অনেক কম। অথচ এ সময়ে দেশের মোট রফতানি বেড়েছে।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, গত অর্থবছর রফতানি থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল তিন হাজার ৭৫০ কোটি মার্কিন ডলার। এর বিপরীতে প্রকৃত অর্জন তিন হাজার ৬৬৬ কোটি ৪১ লাখ ৭০ হাজার ডলার। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এখানে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৬৯ শতাংশ। আর প্রাথমিক পণ্য খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ৯ শতাংশ। এখানে ■ ১৩ পৃ: ৪-এর কলামে

## চিংড়ি রফতানি থমকে আছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সবচেয়ে বড় আয় এসেছে তৈরী পোশাক খাত থেকে। এ খাতে এক বছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল তিন হাজার ১৬ কোটি ডলার। এর বিপরীতে প্রকৃত অর্জন তিন হাজার ৬১ কোটি ৪৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১ দশমিক ৫১ শতাংশ বেশি। আর এই খাতে প্রবৃদ্ধি হলো ৮ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গত অর্থবছর তৈরী পোশাক খাতে আয় হয়েছিল দুই হাজার ৮১৪ কোটি ৯৮ লাখ ৪০ হাজার ডলার।

চিংড়ি রফতানির এ করুণ অবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সাবেক সভাপতি কাজী বেলায়েত হোসেন *নয়া দিগন্তকে* বলেন, ২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ্বে বাগদা চিংড়ির বাজার ছিল ১২ লাখ টন। নব্বই দশক থেকে প্যাসিফিক সাদা চিংড়ি বা ভেনামি চিংড়ির বাজার বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশে ভেনামি এই চিংড়ির চাষ হয়। আমাদের দেশে বাগদা চাষ আগে থেকে শুরু হলেও এর চাষ বাড়াতে যায়নি। ভেনামি চিংড়ির সম্ভাবনা এবং একরপ্রতি উৎপাদন অনেক বেশি হলেও সরকারের কাছ থেকে আমরা অনুমতি পাচ্ছি না।

বিশ্ববাজারে এখন বাগদার বাজার হারিয়ে যাচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করেছি ভেনামি চাষের জন্য। কিন্তু নানা অজুহাতে আজো অনুমতি পাইনি। কক্সবাজার, চকোরিয়া অথবা পাইকগাছায় কিছু জমি চেয়েছিলাম, সেটাও পাইনি। সরকার কেবল রোগের অজুহাত দিচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, এ চিংড়ি চাষে যদি রোগ হবে তাহলে ভারত কেন প্রতি বছর চাষ বাড়াচ্ছে? তার মতে, ভেনামি চিংড়ি চাষে খরচ ও দাম কম আর উৎপাদন কাজেই বিশ্ববাজারে আবারো বাংলাদেশের অবস্থান পোক্ত করতে বাগদার পাশাপাশি ভেনামি চিংড়ি চাষ করা প্রয়োজন।

[illegible] ভেনামি চিংড়ি চাষের অনুমতি না দেয়, এসঙ্গে নাম প্রকাশ না করার শর্তে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা *নয়া দিগন্তকে* বলেন, দেশী বাদামি চিংড়ির চেয়ে ভেনামি চিংড়ির উৎপাদন খরচ ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কম। এ কারণে আমাদের উৎপাদনকারীরাও সাদা চিংড়ির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। কিন্তু ভেনামি চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে নানান সমস্যা আছে। এ চিংড়ি অধিক মাত্রায় রোগ ছড়ায়। তা ছাড়া একটা সময় ছিল তখন আমাদের বিশেষজ্ঞরা মনে করেছিলেন ভেনামি চিংড়ি চাষ করলে বাগদা হারিয়ে যাবে। তবে এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। যেহেতু এ চিংড়ির উৎপাদন বেশি, বিশ্বে চাহিদাও বেশি। সরকারও তাই এটার চাষ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। এ জট সহসা খুলবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুগ্মসচিব (মৎস্য) এর দপ্তর
উপ-সচিব (মৎস্য-১/৩/৫)
উপ-সচিব (মৎস্য-২/৪/৬)
সহকারী সচিব
নথি নং ১৭০২
তারিখ